সংবাদ NOV. 29 2000

218

ডিগ্রি পরীক্ষা

শিক্ষকের সহায়তায় উত্তরপত্র লেখার সময় হাতেনাতে ধৃত

মানিকগঞ্জ থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ডিগ্রির বাংলা পরীক্ষাশেষে গত রোববার কন্ট্রোল রুমে বসে তিনজন শিক্ষকের সহায়তায় উত্তরপত্রে প্রশ্নোত্তর লেখার সময় কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ওই পরীক্ষার্থী ও একজন শিক্ষককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাদেরকে হরিরামপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে কৌড়ি এম এ রউফ ডিগ্রি কলেজে। গ্রেফতারকৃত পরীক্ষার্থী ছাত্রলীগ নেতা এবং ওই কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি। তার নাম মোহাম্মদ আজিম খান। রোল নং ১৭৬১৫৫। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকের নাম মোহাম্মদ আলী। তিনি ওই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

পরীক্ষার্থী আজিম এম এ রউফ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রের ৪নং কক্ষে গতকাল রোববার বাংলা পরীক্ষায় অংশ নেয়। ধৃত শিক্ষকও ওই কক্ষের পরিদর্শক ছিলেন। পরীক্ষা হলে নকলে সহায়তা না করতে পারায় পরীক্ষাশেষে ওই ঘটনা ঘটান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী।

যেভাবে ধরা পড়ে ঃ পরীক্ষা শেষ হওয়ার আধঘন্টা পরে ওই কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমের আলমারির পেছনে বসে আজিম পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখছিল। ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদুল ইসলাম ঘটনাটি জানতে পেরে দ্রুত কন্ট্রোল রুমে ঢুকে পড়েন। গিয়ে দেখতে পান পরীক্ষার্থী আজিম বাংলা উত্তরপত্রে উত্তর লিখছে। সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তার কাছে বসে প্রত্যক্ষভাবে অসদুপায়ে সহায়তা করছেন। পাশেই কন্ট্রোল রুমে অন্য দু শিক্ষক ওই কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মনোরঞ্জন কর্মকার ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এনায়েত হোসেন ছিলেন।

কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে ঘটনায় ওই দু শিক্ষকের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি ঃ নকলপ্রবণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত উল্লাপাড়া সরকারি আকবর আলী কলেজ কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ২৪ জন মহিলাসহ ২২০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে এই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট উল্লাপাড়া বাজারের প্রাইম এন্টার প্রাইজ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে নকলের ফটোকপি সরবরাহের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের মালিক জয়ন্ত কুমারকে তার ফটোস্ট্যাট মেশিনসহ আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

মির্জাপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ মির্জাপুর কলেজ কেন্দ্র থেকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।